শ্রীশ্রীহরি সহায়।

॥ টুসু সঙ্গীত ॥

(সন ১৩৮০ সাল)

রচয়িতা—শ্রীঅমূল্য চন্দ্র রাজোয়াড় ।

প্রকাশক :—

শ্রীশঙ্কর চন্দ্র মাহাত গ্রাম আহাড়রা, পো: সিরকাবাদ ।

প্রকাশক—শ্রীধনঞ্জয় রাজোয়াড় ।

সংশোধনকারীগণ—

সর্ব্বশ্রী—কালীচরণ রাজোয়াড়, পাঁড়ু রাজোয়াড়,
কালীপদ মাহাত, জগন্নাথ মাহাত ও ঘাসীরাম রাজোয়াড় ।

গ্রাম— আহাড়রা ।

পো:—সিরকাবাদ, থানা— আড়ষা

জেলা—পুরুলিয়া ।

মূল্য—৫০ পয়সা

পুরুলিয়া প্রেস, পুরুলিয়া ।

৩। পাগলিনী কেন ধনী, দেখি যে মলিন বদন।
অমূল্য কয় অযতনে, হারাইও না মান ধন ॥
বিহার বেঙ্গল হইল। (দেশে শ)
কারো শান্তি প্রাণে ন হল ॥ রং ৩৮
১। রাজাদের রাজত্ব নিল, গ্রামে পঞ্চায়েত হল।
বড় বড় মহাজনের. ধানে কড়ক করিল ॥
২। রাষ্টপতির শাসন হল, কনভেনার সৃষ্ট হল।
প্রধান বাবুর মানে হানি, গ্রামসেবক ঘরে বসিল।।
৩। দক্ষ্য বাবু গ্রামের মালিক, গরীব দেখি ফিয়ার লিখিল
বি,ডি,ও সাহেব হুকুম দিল. ভি,এল ডাব্‌লি আসিবি বাদল ॥
৪। গরীব দুঃখীর দুঃখ দেখি, সরকার, লংগরখানা খুলিল
সেক্রেটারী টিকিট দিল, পেস্কার নামে নামে
ডাক দিল।।

সন ১৩৭৩ সালে, দারুন আকাল ঘটিল।
অমূল্য ভাবিছে বসি, জাতির বিচার না রহিল ॥
দেখা দিয়ে শ্যাম রাখ এ জীবন।
আমার জীবন গেল অকারণ ॥ রং ৩৯
১। অগাধ সমুদ্র জলে শোভেছে মীনের জীবন।
ডাঙ্গালে বাঁন্ধিলে বাসা বাঁচে সে আর কত খন ॥
২। প্রথম পিরীতি কালে, কত বলেছে আমায় কথন।
আমারে ভুলিয়া বঁধু, আছ বা কোথায় এখন।।
৩। যৌবন যুবতি নারী, পতি হীনা যে নারী।
অমূল্য ভাবিছে বসি, নারী জন্ম গেল অকারণ ॥
মধু ভরা ফুল ফুটেছে ডালে।
ভ্রমর পান কর আঁখি মেলে ॥ রং ৪০
১। সরোবর মাঝে কোমল, ফুলটি শোভেছে জলে।
শ্যামের সরূপ হেরি, বিন্ধিছে হৃদ কোমলে ॥
২। মনি হারা ভূজঙ্গিনী, মরন তার আকালে।
শ্যাম হারা হয়ে মোরা, কিষতো না যায় মিলে।।
৩। দেখি আমার মন চলে, ঈষৎ বামে হেলে।
অমূল্য কয় সে পিরীতে, কত আসাধন মিলে ॥

বন্দনা

মাগো তোমার অসীম শকতি ।
এ অধমে দাও মা সুমতি ॥ রং ১

১ । গণেশ চরণে নতি, এস মা সরস্বতী ।
অগতির গতি মাগো, হৃদে কর বসতি ॥

২ । তুমি মাগো আদ্যাশক্তি, ত্রিনয়নে চাহনি ।
বাঞ্ছাকারী অধিপতি, প্রণমি সভাপতি ।

৩ । আজ্ঞা দাও মা আজ্ঞাকারী, গাহি মা টুসুর সঙ্গীত ।
আমি কিছু জানি না মা, অমূল্য মূর্খ মতি ।

মাগো আই টুসুমনি ।
আমরা পূজিব চরণ দুখানি ॥ রং ২

১ । অগ্রায়ন সংক্রান্তি দিনে, সাজাব বাসরখানি ।
নানা ফুলের বনমালা, দিব গো খোঁপা টানি ॥

২ । ত্রিশ দিনের ত্রিশটি ফুল, দিব যত সঙ্গিনী ।
পৌষের সংক্রান্তি দিনে, ছেড়ে যাবি মাগো জননী ।

৩ । আমরা মা জনম দুখিনী, দিন গেল মা পরাধীন ।
আমারে ছাড়িয়া কোথা, গেলি মা দিনমনি ॥

৪ । ভক্তি ভরে নত শিরে, ডাকি মা বারে বারে ।
অমূল্যারি অন্তিম কালে স্থান দিও মা জননী ॥

চল মা আমরা এসেছি নিতে।
তিরিশ দিনের মত সঙ্গেতে।। রং ৩

১। বার মাসে বছর দিনে, বেঁচেছি মা প্রাণেতে।
বড় আশা করি মাগো, তোমায় চরণ পূজিতে।।

২। ফুল মালা গাঁথি আমরা, দিব তোমায় গলেতে।
নব রঙ্গের গীত মঙ্গলে, কাটিব নিশি সঙ্গেতে।।

৩। তিরীশ দিনে তিরীশটি ফুল, দিব তোমার ঘটেতে।
আসিবে সংক্রান্তি তিথি, পারি না মা রাখিতে।।

৪। আসা যাওয়া করবে মাগো, তুমি সালে সালেতে।
অমুল্য কয় এ জীবন, মিছা মাগো ভবেতে।।

চল যাব ভাই ভুড়্ভুড়া স্নানে।
অন্ত পাই না হে কোন জনে।। রং ৪

১। কোন পুরুষে বাঁধ ছিল ভাই, শুনেছি পরমুখে।
বাঁধ ভেঙ্গে ভুড়্ভুড়া বহে, দেখি এখন নয়নে।।

২। কোন সমুদ্রের স্রোত মিলনে, বইছে কিবা কারনে।
মনে ভাবি চিন্তা করি, অন্ত পাই না হে কোনখানে।।

৩। মাগো আমি স্নান করিব, মকর আসবে যেদিনে।
চরণ ধুয়াব মাগো, ভুড়্ভুড়ারী জল এনে।।

৪। কোন দেব অধিপতি, বসতি আছে সেইখানে।
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ; ছলনা তার সেইখানে।।

৫। ভুড়্ভুড়াতে স্নান করিলে, শান্তি আসে জীবনে।
গঙ্গা ভাগীরথী বহে, দেখতে পাবে সেইখানে।।

৬। কেনেল্ দিশা হারা, হয়েছে সবার প্রাণে।
অমুল্য কয় ভুড্ ভুড়াটি, রেখে দিও সাবধানে ॥

ভুড্ ভুড়ারী মকর মেলা গরম জলেতে।
তোরা কে যাবি ভাই সিনাতে ॥ রং ৫

১। মকরেতে মকর সিনান, ফিরিছে সালে সালেতে।
এ জীবন রবে কি ভাই, মকর দিনে সিনাতে ॥

২। ভক্তগণ ভক্তাধীনে, আশা করি মনেতে।
এ জীবন তেয়াগিলে, ফিরে কি আর সিনাতে ॥

৩। হরির চরণে মতি, সদা আছে এই চিতে।
এ জীবন ভবে বাঁচি, পারি যদি থাকিতে ॥

৪। এ ভবেতে এ জীবন, আসে না ভাই থাকিতে।
অমুল্য ভাবিছে বসি, সদা আছে চিতে ॥

ভুড়ভুড়াটি দেখি নয়নে।
গোসাঁই দহ জল্ কি কারণে। রং ৬

১। বেড়র মা গোসাঁই বাঁধ, বলে কাহিনী শুনি কানে।
হাম্বা রবে বাঁধ ভেঙ্গে ভাই, দহ কাটিল সেইখানে ॥

২। কোন অবতারে মা, বসতি ছিল সেইখানে।
যুগে যুগে নাম রইল মা, ভুড়ভুড়াটী জলপানে ॥

৩। বৈশাখ মাস সংক্রান্তি দিনে, ভগ্তা সিনাই সেইখানে
অমঙ্গল পূজা হলে, ভগ্তা কমে গননে ॥

৪। কত বাদ্য ভাণ্ড বাজে, ভগ্তা যাই ভাই সিনেন।
জনে জনে নাম ডাকে ভাই, পূজা করে ব্রাহ্মণে ॥

৫। ভুড়ভুড়ার বৃত্তান্ত কথা, অমুল্য বর্ণন করে।
যাত্রা করি দেখ আসি, জল বেইরাছে ভাই কেমনে ।।

কেবল ভবে দুদিনের তরে।
বেঁচে আছে কেবা সংসারে ।। রং ৭

১। আহাড়রাতে মকর মেলা, ভুড়ভুড়া হে নাম বটে তারে
শীতকালেতে গরম জলে, চান কর ভাই মকরে ।।

২। অঙ্গে দিলে সঙ্গে যাবে, ভ্রমণে তীর্থ মিলে।
কুয়ার বেঙে কি জানে ভাই, নদীতে হে ঢেউ মারে ।।

৩। দেখ্‌বে যে জন বুঝবে সেজন, বল্‌বে হে ঘরেপরে।
যাত্রা করি দেখ আসি, চান কর ভাই মকরে ।।

৪। অমুল্য কয় মিছা সত্য, দেখ আসি নয়ন ভরে।
শুনিলে কি খিদা মিটে, সে বুঝতে কি না পারে ।।

আহাড়রা ভাই বন্ধু নদীতে।
সমন নামল কেনেল বাঁধিতে। রং ৮

১। পাইপ আল্ ট্রাকে ট্রাকে, রাখা দিল রুহিকে।
নিরদ বরণ বাউরী সাথে, রইল দুইজন ডিউটিতে ।।

২। কত আমিন কত মিশিন, আনল মটর ট্রাকেতে।
ছেলাপুলা দলে দলে, আসি আমরা দেখিতে ।।

৩। আমিন বাবু লাইন দিছে, নির্মল বরিং চালাছে।
কত ফুটে আছে পাথর, সাহেব আসে দেখিতে ।।

৪। অমূল্য লাগে ভাবিতে, যে দিন জমির নোটিশ পাই হাতে।

ছয় একর সাত কাঠা জমি, রইল না ভাই চষিতে॥

সন ১৩৭৯ সালে।

ও কাজ খুলে দিল বেনেলে ॥ রং ৯

১। আমিন আল্ দলে দলে, আদি কথা দি বলে।

চেন ধরে দূরবীনে ভালে, ষ্টাপের নম্বর লেই তুলে।

২। আমিন বাবুকে শুধালে, মর্ম্ম কথাটি না দেই বলে।

না জানি কি হবে বলে, নক্সা অফিসেতে দেই ফেলে॥

৩। নক্সা দেখি বিচার বলে, টাকে মিশিন দেই ফেলে।

জীপে করে সাহেব আসে, নদী বরাবর চলে।

৪। জমীর নোটিশ দিল ফেলে, অমূল্য ভেবে বলে।

ছয় একর সাত কাঠা জমি, ডুবে গেল বেনেলে॥

জীবের গতি কে বিশ্বাস করে।

দেখে লিখ হে নয়ন ভরে॥ রং ১০

১। আহাড়বাকী বক্র নদী, বাঁধে দিল সংস্কারে।

বালি সিমেন্ট ছড়ে নদী, বাঁধেছে কি পাথরে॥

২। চল সবে দলে দলে, শুভ দিন যাত্রা করে।

নূতন ডেমে বাঁধা ঘাটে, স্নান করিব মকরে।

৩। দেখলে গাঁথা রই পাঁজরে, দেখবে না রইলে ঘরে।

এ জীবন তেয়াগিলে, আসিবে কি হে ফিরে॥

৪। সন ১৩৭৯ সালে, অমুল্য ভেবে বলে।
কেবল আসা যাওয়া দুদিন, এইতো ভবের বাজারে।।

অন্ধ মুনি আছে বনেতে।
পুত্র সিন্ধু মুনির সাথেতে।। রং ১১

১। অযোধ্যার দশরথ, গেছিল শিকারেতে।
জলাশ্রয়ে আটা বান্ধি, আছে রাজা আড়তে।।

২। ত্রিসাতে আকুল পিতা, গেল জল আনিতে।
(জল ডুবা) গাড়ুর শব্দ শুনি মারে রাজা বানেতে।।

৩। শিকার করিল রাজা, দেখি আসি সাক্ষাতে।
হাই কি করি কার পুত্র, মারি আমি প্রাণেতে।।

৪। মরি মরি বলি পুত্র, ডাকে উচ্চস্বরেতে।
অন্ধ মাতা পিতা আমার, রইলও ভাই ঘরেতে।।

৫। ভাবিতে লাগিল রাজা, ঘটে কি কপালেতে।
অমুল্য কয় দিবা নিশি, গেল আমার কাঁদিতে।।

কাঁদালে কাঁদিতে হবে ভাই।
প্রমান দেখ দশরথে পাই।।রং ১২

১। পর নারী দর্প করি, রাবন, সীতা হরে নিয়ে যায়।
শুয়ালক্ষ্য নাতি পুতি, সবংশে সর্ব হরাই।।

২। রত্নাকর নামে দস্যু, বৃত্তি সে করিয়ে খায়।
পাপের প্রমান শুনি, শরীরে ঢাকে টিলায়।।

৩। ভাই অংশ সমানে সমান, আছে দুনিয়ায়।
অনাচার করে বালি, রাজা মরে কিস্কিন্ধ্যায়।
৪। কুকর্ম্ম সুকর্ম্ম ফল, নিবে নাকো জনাই।
অমূল্য কয় অন্তিম কালে, নসিবে সঙ্গে বেড়াই ॥

আমি যে রে সই হয় না তোর ছাড়া।
সাড়ী দিব যে পেছা পাড়া ॥ রং ১৩
১। গাঁঠে বাঁধে নিব চিড়া, নিব যে মটর ভাড়া।
শ্বশুরালে আনে দিব, সিলিক্ সাড়ী এক জোড়া ॥
২। সাড়ীর টাকা সোদ করিব, লে চাঁড়ে কোদাল ঝোড়া।
মুখটি ফুলায় বসবি যদি, পাবি ধয়ের কাঠ ফাড়া ॥
৩। লাক্ষ সাবনে, কাচ্ শাড়ী, ও বউ পালাই যাই
বাপের বাড়ী।
অমূল্য কই বউয়ের ছাড়া, ভেবে অঙ্গ হয় দড়ী ॥
কি করে ধন বাঁধলি মাথাটি।
আমার পড়্ল যাঁয়ে চোখ ছুটা ॥ রং ১৪
১। প্রভাতে উঠিল ভানু, দেখায় যেন ছটাটা।
কপালে সিন্দুরের বিন্দু, দেখাছে কি ফোটাটা ॥
২। কেশের উপর মালা গাঁথা, লাল নীল সাদাটা।
মনমোহিনী, রূপে টানি, দেখি ও লাল ফিতাটা ॥
৩। আঁধার রজনী নিশি, পূর্ণিমা চাঁদের ছটা।
কি সুন্দর মনোহর, দেখাছে বেল কাঁটাটা ॥

৪। আঁধার ঘরে ডিবুর আল, সোভেছে কি মাঝাটা।
অমূল্য কয় কলি কালে, উঠেছে জাল কাঁটাটা ॥

অযোধ্যা ভুবনে !
কত বাদ্য বাজে সঘনে ।। রং ১৫

১। দশরথ রাজা দিগ্‌কে, জানাইল নিমন্ত্রণে।
কালি রাজা হইবে রাম, বসিবে সিংহাসনে।

২। দাস দাসী ফুল তুলি, সাজাছে নানা স্থানে স্থানে।
দুয়ারে কদলি পুঁতি, সাজাছে আঙ্গনে॥

৩। কুঁজী কুমন্ত্রনালয়ে, কৈকেয়ী কে বলিছে।
রাম রাজা হলে ভরত, হইবে ও তার অধীনে॥

৪। কৈকেয়ী রাজাকে বলে, বর দুটি দাও মোরে।
অযোধ্যাতে ভরত রাজা, রাম যাক কাননে॥

৫। কৈকেয়ীর কথা শুনি, ভাবিছে রাজা মনে।
অমূল্য রতনে তনে বসিয়া নিরজনে॥

নূতন রঙের উঠেছে সাড়ী।
ও সাম মুহাও হে পয়সা কড়ী॥ রং ১৬

১। টাকা কড়ীর উপায় তুমি, কি কর বল শুনি।
ছাগল খুখড়ি, বিকা কিনা, করহে গরু ভেড়ি॥

২। পোষের হইল কুড়ি, কর হে মাড়ামাড়ী।
সিঝা শুখা করে দিব, যাও বাজার দৌড়াদৌড়ি॥

৩। বউয়ের কথা শুনে শুনে, অমূল্য ভেবে হয় দড়ী।
আরও বিকা বাকী কিছু, আছে বিঘা চার বাড়ী ॥

ও রাম করিছে রোদন।
পিতার ধরিয়া দুটি চরণ ॥ রং ১৭

১। বিদায় দাও পিতা আমারে, করিব বনে গমন।
কৈকেয়ী বিমাতা মোরে, দিয়েছে দারুন বর্জন ॥
২। প্রনমি চরণে মাগো, বিদায় দাও মোরে এখন।
অযোধ্যাতে ভরত রাজা, ত্যজি আমি সিংহাসন ॥
৩। সুমিত্রা কাছেতে রাম, মাগিছে বিদায় কথন।
সুমিত্রা কয় সংগে বাছা, নিয়ে লে প্রানের লক্ষণ।
৪। কৌশল্যা জননী মাগো, করি তোমায় নিবেদন।
তোমার উদরে মাগো, জন্ম হল অকারণ ॥
৫। হরি হরি বলে রে মন, রবে না ভবের বন্ধন।
অমূল্য কয় অন্তীমকালে পাবে না জমের দমন ॥

পিরীতির ভাব নয়নের কোনে।
ও শ্যাম রেখো যদি যতনে ॥ রং ১৮

১। ইকুল উকুল নদী, বইছে দেখ উজানে।
প্রেম পিরীতী ভালোবাসা, রেখো বন্ধু গোপনে ॥
২। আকাশে চলিছে গাড়ী, নামছে দেখ ঠিকানে ॥
তোমার ছাড়া এ যৌবন, ধৈর্য্য ধরে কেমনে ॥
৩। আসা যাওয়া কইবে কথা, তুমি বন্ধু সাবধানে।
করব খেলা নিরজনে, লোকে যেন না জানে ॥
৪। ফুলের মধু ফুলে ভরে, রেখো বঁধু যতনে।
অমূল্য কই ভুলব না সই, বাঁচী যদি জীবনে ॥

ও রাম বনে সাজিল।
শিরে শিক্ষা ঝুঁটি বান্ধিল ॥ রং ১৯

১। কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া সীতা, শাশুড়ীর কাছে গেল।
কপালে কলঙ্ক মাগো, বিধি মোরে ঘটাইল ॥
২। সীতারে লইয়া কোলে কৌশল্যা বুঝাইল।
স্বামী সেবা সুযতনে, কর মা তুমি ভাল ॥
৩। আভরণ তেয়াগিল, গাছের বাকল পিন্ধিল।
পিতার কাছেতে রাম, সীতা লক্ষণ চলিল ॥
৪। ভরত না ঘরে ছিল, কৈকেয়ী বিপদ ঘটাইল।
অমূল্য কয় দিবানিশি, দুনয়নে পড়ে জল ॥

শ্যাম গেল ভাই আমায় ত্যজিয়া।
মোরে অনাথিনী করিয়া। রং ২০

১। প্রথমেতে কত জ্বালা, দিয়েছে ভাই সেই কালা।
মনের বিচ্ছেদ করি, সে ধন গেল চলিয়া ॥
২। প্রহরে প্রহরে নিশি, আছি পথ হেরিয়া।
অন্তরে দারুণ জ্বালা, দিল শ্যামের বঁধুয়া ॥
৩। কান্দি কান্দি ঝরে আঁখী, কুঞ্জে আছি বসিয়া।
তিলেক না বাঁচে প্রাণ, তাঁরে আমি ভুলিয়া ॥
৪। কালা আমার গলার মালা, ছিলাম রূপ হেরিয়া।
কোন বিবাদী বাদ সাজিল, সামে নিল হরিয়া ॥
৫। কত না চাতুরী করি, কুল নীল হরিয়া,
অমূল্য ভাবিছে বসি, মায়া জালে ফাঁসিয়া ॥

কেনরে সখী ভাবিছ মনে।
পিরীত রইবে না গোপনে ॥ রং ২১

১। যত সখী যুক্তি করি, যমুনা যায় সিনানে।
খুলি আভরণ রাখী, চান করে সখীগণে ।।

২। চঞ্চল চমকিত মন, হয়ে যত সখীগণ ।
এভাবেতে কিরূপেতে, ফিরে যাই ভাই কেমনে ।।

৩। কলাকুলি সবে মিলি, চাহিছে নিজ প্রাণে ।
গলে হাত দিয়া বলে, বস্ত্র লয়েছ ভাই কোন জনে ।।

৪। জানে না বুঝে না কিছু, শুনে ছিল পুরানে ।
অমূল্য কয় করজোড়ে, শান্তি নাই তার জীবনে ।।

ও রামেরে দেখিয়া ।
রাজা কাঁন্দে ধুলায় লোটিয়া ।। রং ২২

১। অযোধ্যাতে কাঁন্দে সব, যেখানে যে বসিয়া লুটিয়া
পশুপক্ষী কাঁন্দে সব, বৃক্ষ ডালে বসিয়া ।।

২। কৌশল্যা স্থমিত্রা কাঁন্দে, শীরে কর হানিয়া ।
কোলের বাছা বনে সাজে, পিতামাতা ত্যজিয়া ।।

৩। যে দিকে যাইবে রাম, হইবে আমার দুর্ণাম ।
এ হেন পুত্রকে ছাড়ি, স্ত্রী বস হইয়া ।।

৪। নিজ প্রভু অন্তর্যামী, হয়েছে মহামায়া ।
অমূল্যরী অন্তিম কালে, দাও প্রভু পদছায়া ।।

ঐ দেখ সই কদম্ব মূলে ।
বস্ত্র লয়েছে সে কি ছলে ।। রং ২৩

১। দুনয়নে ফিরী চাহে, যত সখীগণ মিলে,
ললিতা বিশখা বলে, কে তুমি কদম ডালে ।।

২। ওহে কালা দিলে জ্বালা, লজ্জাতে প্রাণ বাঁচে না ।
এ মান ভরম সব, সকলি হে সমূলে ।।

৩। আমার বস্ত্র দাও হে ফেলি, তুমি কুল নাশিলে।
অমূল্য কয় প্রেম পিরীতি, যেন গাগরী ডুবাই জলে॥

রাখ ভ রম দিয়ে আভরন।
প্রভু কর লজ্জা নিবারন।। রং ২৪

১। অন্তর্যামী নারায়ণ, কেন হে কর ছলন।
আমরা নারী বুঝতে নারী, সিনানে হয় মগন॥
২। মাতারে ভুলায়ে তুমি, খেয়েছ দধি মাখন।
সেদিন হতে যত সখীর, ঝুরিছে দুটি নয়ন।
৩। তুমি জগতের পতি, পেয়েছি মোরা চেতন।
অমূল্য কয় হরি হরি, হরি হরি বল মন॥

মহাজনে করিছে জারী।
বল উপায় আমি কি করি।! রং ২৫

১। জমি দিয়ে ধান নিয়েছি, করি না আমি চুরি।
সাত মন ধানের বীচের জমি, গেল হে সবই মরি।
২। অমান্নতে টাকা কটি, করেছি দিনা চারী।
ছিয়াত্তর্ সালেরে ভাই, বার মন ধান থুল করি॥
৩। ঘরে চৌদ্দ পনেরোটা জীব, খুশি আমি কি করি।
ছেলা পুলার্ সন্তাপেতে, চিন্তাতে আমি মরি॥
৪। নিবেদন করি আমি, শুন হে মেলেটারী।
আস্‌বে সনে না দিলে,, ভাই লেগ্‌বে হে কড়ক করি
৫। নাপিত কামার বাগালকে ধান, দিয়েছি অর্দ্ধ করি।
অমূল্যকে বলে সবাই, ও তোর সাত পুরুষের নাই ধারী

গুনের বঁধু রইল বিদেশে।
ও প্রাণ কাঁন্দে হে উঠে বসে।। রং ২৬

১। চাতকিনী বারী পানে, আছে সে কত আসে।
শ্যামের বিহনে নিশি, গেল হে উপবাসে ॥
২। জনক নন্দিনী সীতা, পতি সনে যাই বনবাসে।
আমি অভাগিনী রাধা, কাঁন্দি হে কুঞ্জে বসে ॥
৩। আশার আশে রইলাম বসে, তবু হে সাম না আসে।
অমুল্য কয় বৃথা নারী, দিন গেল পরয়াসে ॥

কাজ কিহে শ্যাম মিছা পিরীতে।
কেন এলে নিশি প্রভাতে ॥ বং ২৭

১। দূরে যাও হে কালো সোনা, তোর সনে ভাব করব না
আমারে রাখিয়া আসে, নিশি পুহালে হে কার সাথে ॥
২। আঁখি ঢুলু ঢুলু করি, এস না মোর কুঞ্জেতে।
চুড়া বাঁধিয়া মাথে, লাজ নাহি মুখেতে ॥
৩। রতি চিহ্ন লয়ে কালা, এসেছে নন্দলালা।
অমুল্য কয় হরি নামে, সদা আছে এই চিতে ॥

মানব জনম মিছাই রে যতন।
এ সংসারেতে কেউ নয় আপন ॥ বং ২৮

১। নিশ্বাসের বিশ্বাস করি, থেকো না হে কোনজন।
আসবেরে সমন যাতে হবে, রইবে মেকা পুত্র ধন ॥
২। চারি জনে লয়ে যাবে, লেগাবে হে শ্মশান ঘাটে।
খুলিবে গায়ের বসন, করিবে চিতায় শয়ন ॥
৩। জ্বালিয়া আগুনের চিতা, করিবে আমায় দাহন।
পথেতে কাঁটার বর্তন, হরি বলে সর্বজন ॥
৪। এ দেহ হইল পতন, গেল হে জন্মের মতন।
অমুল্য কয় হবে আর, কোন দিন দরশন ॥

তুই যে আমার নয়ন পুতুলি।
কেন খাওয়ালি পানের খিলি ॥ বং ২৯
সেদিন হতে মন হরে নিলি।

১। তুঁষের আগুন জ্বালি দিলি, অন্তরে জ্বালা দিলী।
হৃদ মাঝারে রেখে মোরে, আজ বড় হে পেল দিলি।।
২। হের সখী বনমালী, করে মোহন মুরুলি।
রাধা রাধা নাম ধরি, কলঙ্কিনী নাম দিলি।।
৩। আকাশের চন্দ্রমা আনি, দিলি হে হাতে তুলি।
অগাধ সমুদ্র জলে, শোভেছে কোমল কলি।।
৪। শ্যাম সহ বাসে সখী, সেজেছে চন্দ্রাবলী।
অমূল্য মিনতি করে, দাও প্রভু পদধূলি।।

তোর সঙে ভাব কর্‌ব কেমনে।
ও দিন দিলি হে মাঘ ফাল্গুনে।। রং ৩০

১। দিনে দিনে দিন বাড়ালি, বল্‌লি না খুলে কেনে।
চুল্‌ চিপা চিরুনি নিয়ে, দিলি না ফিতা কিনে।।
২। কত না বলেছি কথা, শুন্‌লি না হে তুই কানে।
আস্‌ছে পরব তাড়াতাড়ী, গেলি না দোকানে।।
৩। পোষ মাসেতে লিব শাড়ী, যাব মকর সিনানে।
টুসুর সঙ্গে চান করিব, গা ঘঁসিব সাবানে।।
৪। চিন্‌লি না তুই খিলি পানে, অমূল্য ভাবে মনে।
তোর পিরীতি হৃদে গাঁথা, রইল আমার জীবনে।।

কৃষ্ণ আকুল জল দে পরানে।
দেখ মালী হয়ে বাগানে।। রং ৩১

১। সীতলী বাতাস বহে, শয্যা পাতি বাগানে।
(নিদ্রাগত হইল আঁখি)
নিদ্রাগত হয় না আঁখি, নিদ ন্যহি স্বপনে।।
২। আসা যাওয়া কইবে কথা, তুমি বঁধু সাবধানে।
নিরজনে প্রেম করিব, লোকে যেন না জানে।।
৩। ফলে ফুলে ঝবরলো, দেখ ভারী নয়নে।
সম্পূর্ণ যৌবন আমার, অমূল্য কিনা জানে।।

ওহে বাঁশের (বাঁধা) বাঁশিতে।
কত জ্বালা দিল হে (আমার) প্রাণেতে ॥ রং ৩২
১। শুনিয়া বেণুর রবে, ও ঘুন লাগিল পাঞ্জরেতে।
যা বলিবার বলুক লোকে, রইবো না আর কুলেতে ॥
২। ইশারা নিশান বাজে, ঠেকে আসি কানেতে।
ফুকারী ফুকারী কান্দি, শ্যামের বিরহেতে ॥
৩। যমুনারী যাই জলেতে, ও শ্যাম আছে কদম তলাতে।
গাগরী ধরিয়া হাতে অমুল্য ভাবে মনেতে ॥

শ্যামের মন ভাঙ্গাতে দিন গেল ধন।
বৃথাই জনম গেল এ জীবন ॥ রং ৩৩
১। কত ছল প্রবঞ্চনা করি, আনিলে মর্ত্ত ভুবন।
আমারে ত্যজিয়া তুমি, যোগালে দ্বিরজার মন ॥
২। মাতা পিতা জন্মদাতা, যতন করে পালন।
বড় দাদার চোখের বালি, ভাঙ্গে না করে যতন ॥
৩। আমি কুলবালা জাতি, কে করে মোরে যতন।
অমুল্য ভাবিছে মনে, বয়ে যাই তার এ জীবন ॥

এস আর সপে নামেছে চিনি।
এনে দাও হে পাউডার ক্রেমানী ॥ রং ৩৪
১। ভাল শাড়ী সায়া সামজ, খাব আমি চা চিনি।
তোর দুখে কি দুখী আমি, কেবল প্রেমের মোহিনী।
২। সকালে বিকালে সাঁঝে, পান খাব হে তিনখানি।
আরও দিব সুগন্ধি তেল, দিব আয়না চিরুনী ॥
৩। ফুদ্‌না পিতা দিব আমি, গাঁথিব কেশে বেনী।
দুকানে দু চেন মাকুড়ি, কিনে দাও শ্যাম এখনি ॥
৪। শুন ওহে চন্দ্রাননী, বলি হে তোমার বানী।
অমূল্য কয় কত দিনে, মিলন হইবে প্রেয়সিনী ॥

সখীন রাজা ছিল জয়পুরে।
দালান তৈরী না হয় যাই মরে ॥ রং ৩৫

১। ছিল কেমন মিস্ত্রীটা ভাই, চিত্র লেখে পাথরে।
গড়কপালী ঝানকাগুলা- ছুলে ছিল কি করে ॥
২।। ধন্য কারিগরের অস্ত্র, করেছিল কামারে।
নানা রকমের লেখা, মাদাল আঁকা পাথরে ॥
৩। কোথা হতে পাথরগুলা, এনে ছিল কি করে।
কঁড়ি বর্গা সদর্দল গুলা, উঠাইল ভাই কি করে ॥
৪। ইঁটা সিমেন্ট কিছু নাই ভাই, গাঁথা আছে পাথরে।
চারিদিকে ভাব্‌রী কাটা, ছাদ পিটাটা পাথরে ॥
৫। যে না দেখে কাছে আসি, আছে মায়ের উদরে।
অমুল্য কয় কাছে বসি, দেখেনি নয়ন ভরে ॥

সইরে এই কলি কালে।
আমরা পড়লাম জীবন গোলমালে ॥ রং ৩৬
১। মানুষ গণতির খাতা লয়ে, গ্রামেতে ডাক্তার বুলে।
ঘরে ঘরে চেক্ করে ভাই, বল তোমার কই ছেলে ॥
২। ধন্য হে সরকারের আইন, ঐ লোকটাতে কি করে।
তারেই দুশ টাকা বেতন, খাচে হে বুলে চলে ॥
৩। গণতি করে লয়ে বাবু, জমা দিল অফিসে।
বিচার করি অর্ডার দিল, মানব বেড়েছে ভারত অঞ্চলে
৪। তিনটি চারটি পুত্র যাদের- খাতে কিছু না মিলে।
এ যুগেতে অনাবৃষ্টি, জমিতে না ধান ফলে।
৫। আঁঠারোটা টাকা দিবে, অপারেশন হতে হবে।
অমুল্য ভাবিছে বসি, যেতে হবে হে হাঁসপাতালে ॥

কাঁন্দিছ কেন ও চাঁদ বদন। (তোমার হৃদে আছে)
তোমার হৃদে আছে এ জীবন ॥ রং ৩৭
১। গোধন সেবনে মাঠে, উপনীত বৃন্দাবন।
গোপীগণ সন্তা হেরি, নিশি হল জাগরন ॥
২। ধৈর্য্য ধর প্রেয়সিনী, কেন হও উচাটন।
আমি তোমার তুমি, আমার কাটাব হে এ জীবন ॥

পৌষের শেষে বাঁউড়ী মকরে।
টুসু এল দেহ দুয়ারে।। রং ৪১

১। দুয়ারে দাঁড়ায়ে টুসু, কেন ডাক আমারে।
জ্বলিছে মোমের বাতী, এস মাগো বাসরে ।।

২। উঠ উঠ সঙ্গিনীরে, বিদায় কর আমারে।
শ্বশুর ঘরের লোক এসেছে, যাব শিনাই মকরে ।।

৩। টুসুকে বিদায় করিতে, বসন ভিজে লরে।
অমূল্য কয় কি প্রবোধে, রইব মাগো দিন ধরে ।।

তোর সঙ্গে কি আছে মোহিনী।
মালা পরালো প্রান সজনী।। রং ৪২

১। আড় নয়নে মুচকি হাঁসি, চাহিবে ধন মেলানী।
তোর প্রেমেতে হাবু ডুবু, ঘুম আসে না রজনী ।।

২। কালো মেঘে ঘোর করেছে বাঁচিবে চাতকিনী।
হৃদ মন্দিরে খেল আসি তুমি কন্যা দামিনী ।।

৩। নবীন কিশোরী হেরি দেখি তোমায় নাগরী।
অমূল্য কয় আমার উদর, পুরে দে প্রান সজনী ।।

বড় আশা রইল মনেতে মরণ দিলি মা আচম্বিতে ।। রং ৪৩

১। ঝরি মাহাত বলে হাজার, টেক টাকা জমা আছে।
১১৯ মন ধান আদায়, করব পৌষের মধ্যেতে ।।

২। পৌষের নদিন, শনিবারে, নিশি গত প্রভাতে।
মন বাঞ্ছা না পুরিল, মায়ের মন্দির করিতে ।।

৩। মুখে দুর্গা দুর্গা বলে, মরণ কালের সাক্ষাতে।
কপালে না ছিল লেখা, মায়ের মন্দির করিতে ।।

৪। ঝরি মাহাত বলে শমন, এল দেখি সাক্ষাতে।
অমূল্য লাগে ভাবিতে, কাঁন্দিছে প্রাণ শোকেতে ।।

ভালবাসা প্রেম গাছের পিয়ারা।
ও শ্যাম ঝুলছে যেমন রাতচরারা ।। রং ৪৪

১। যমুনারী যাই হে জলে, কেন কর ইশারা।
মুচকি মুচকি হাঁসি, বুঝি না হে ইশারা ।।

২। ফুলের কলি দেখি অলি, নিত করে আনাগোনা।
চুমি চুমি মধু খাচ্ছে, সেজে গুণে ভ্রমরা ।।

৩। প্রেম পিরীতি ভালবাসা, তুমি হে মনোচরা।
অমূল্য কয় অন্তিম কালে, হয়েছে দিশাহারা ॥
কংগ্রেস রাজত্ব নিল।
ও জারমানীতে ভাত খাওয়াইল। রং ৪৫
১। পিতল কাঁসার দাম বাড়িল, রূপা তাম্বা লুকাইল।
কাগজ ছাপী নোট করিল, টিনের পয়সাতে মুলুক নিল
২। দেশেতে না ধান রাখিল, গম মাইলো হে নামাই দি-
টাকা দিয়ে চাল মিলে না, মাইলো ঘাঁটা খাযে দিন গেল।
৩। বড় বড় চাষী দিকে, নোটিশ জারী করিল।
বি,ডি,ও সাহেব বলে তারে, ধান দিবে কিনা বল ॥
৪। ধান দিয়ে সে টাকা পাল, গরীবদের মরন হল।
ধান খুজলে ধান মিলে না, জমি জায়গা বিকে ফুরাইল
৫। কংগ্রেসের রাজত্বে কারো, শান্তি প্রাণে না হল।
অমূল্য কয় এ রাজত্বে, চরা কারবার পড়িল ॥
চারি আনা মুল্যে।
টুসুর গান লিবে এস চলে ॥ রং ৪৬
১। চার আনাতে একটি মিষ্টি, খেলে আসাধন মিলে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটে না ভাই, দিলে হে জলে ফেলে ॥
২। লিবে যে গান বুঝবে সেজন, গাইবে হে চিরকালে।
এ ধন যৌবন মিছা, বিদেশী ভ্রমর ফুলে ॥
৩। ছোট বড় সঙ্গে মিলে, গাইবে হে সবাই মিলে।
অমূল্য ভাবিছে বসি, দিন ফিরিবে সালে সালে ॥
জন্মস্থানের দিলাম ঠিকানা।
আহাড়রা গ্রামেতে বাড়ী, আড়ষাতে বটে থানা ॥ রং ৪৭
১। সিরকাবাদে পোষ্টঅফিস, পুরুলিয়া জিলা হয় পেঁচখান
নদাড়াতে শ্বশুরবাড়ী, কাঁসাই পরগণা ॥
২। নিম্ন স্কুলেতে পড়ি, হেঁসলাতে শ্বশুর বাড়ী।
পিতার নাম শিবু রাজোয়াড়, শুন হে সর্ব্বজনা ॥
৩। দাদু কালীচরণ দু ভাই, স্নেহের দুলাল দুটি ভাই।
অমূল্য ঠিকানা দিল, শুন হে সর্বজনা ॥